|  |
| --- |
| **বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

প্রধান দুটি রপ্তানি খাত হিসেবে বস্ত্র ও পাট খাত দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। একটি প্রতিযোগিতাসক্ষম বস্ত্র ও পাট খাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও বিনিয়োগ-সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বস্ত্র ও পাট খাতের মাধ্যমে দেশের প্রায় ৮৭% বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বস্ত্র ও পাট খাতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বস্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যায়ের নারী প্রকৌশলী ও দক্ষ কর্মী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ বৈষম্য রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। আমাদের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষত নারীদের কর্মসংস্থানে তাঁত শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ, যার অধিকাংশই নারী। বর্তমানে সারা দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬.৫০ লক্ষ লোক রেশমশিল্পের সাথে জড়িত। এদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা। বিজেএমসি’র অধীন সরকারি 25টি জুট মিল, বেসরকারি 173টি জুট মিল এবং 96টি জুট স্পিনিং মিলে প্রায় 2 লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী। এ সকল নারীদের দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অবদান অসামান্য। নারী উন্নয়নের জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মতো এ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার না থাকলেও এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বস্ত্র ও পোশাক খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির প্রয়োজনে দেশে বিদ্যমান ০৮টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১০টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫,৯০৪ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক, ডিপ্লোমা ও এসএসসি সমমানের ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ১,১৩৪ জন। তৈরি পোশাক খাত বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানতম ও বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পখাত। ২০২১-২২ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৪ হাজার ২৬১ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ তৈরি পোশাক খাত থেকে অর্জিত হয়।

পাটখাত থেকে বাংলাদেশের জাতীয় রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৩ ভাগ অর্জিত হয়। বর্তমানে সরকারি ২৫টি মিল ও বেসরকারি খাতে ১৭৩টি মিলসহ মোট ১৯৮টি মিল পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া দেশে বেসরকারি খাতে ৯৬টি জুট স্পিনিং মিল রয়েছে। এসকল মিলে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট ও পাটশিল্পের সাথে জড়িত।

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। তাঁত শুমারি-২০১৮ অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত ২,৯০,২৮২টি (পাওয়ারলুম ব্যতীত)। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ শতাংশ তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক দিয়ে তাঁতশিল্প খাতের অবদান ২২৬৯.৭০ কোটি টাকা (পাওয়ারলুম ব্যতীত)। জিডিপিতে তাঁতশিল্পের অবদান ০.১০% (পাওয়ারলুম ব্যতীত)। এ শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে, যাদের মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশ নারী।

রেশম কার্যক্রম একটি কৃষিভিত্তিক শিল্প। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীণ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রেশম চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রমে জড়িত রেশমচাষির মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ মহিলা।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১২৭ | ১০৪ | 23 | 18.1 |
| বস্ত্র অধিদপ্তর | ৯২৯ | ৮১৩ | 116 | 12.৫ |
| পাট অধিদপ্তর | ৬৯০ | ৫৮৫ | 105 | 15.2 |
| বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড | ১,৫৬২ | ১,২৫৩ | 309 | 19.8 |
| বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড | ১,০৪৭ | ৪৪০ | 607 | 5৮.০ |
| **মোট :** | **৪,৩৫৫** | **৩,১৯৫** | **১,১৬০** | **26.6** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| রাজশাহী রেশম কারখানা | ৩৭ | **১৪** | **২৩** | **৬২.0** |
| রাজশাহী মিনিফিলেচার কেন্দ্র | ১৩ | **১** | **১২** | **৯২.0** |
| ঝিনাইদহ মিনিফিলেচার কেন্দ্র | ৯ | **-** | **৯** | **১০০.0** |
| রাণীশংকৈল মিনিফিলেচার কেন্দ্র | ১০ | **-** | **১০** | **১০০.0** |
| জয়পুরহাট মিনিফিলেচার কেন্দ্র | ৮ | **-** | **৮** | **১০০.0** |
| ময়ময়সিংহ মিনিফিলেচার কেন্দ্র | ৬ | **-** | **৬** | **১০০.0** |
| লামা মিনিফিলেচার কেন্দ্র | ৮ | **-** | **৮** | **১০০.0** |
| বাগবাটি মিনিফিলেচার কেন্দ্র | ৮ | **-** | **৮** | **১০০.0** |
| বড়বাড়ী মিনিফিলেচার কেন্দ্র | ৬ | **-** | **৬** | **১০০.0** |
| ভোলাহাট মিনিফিলেচার কেন্দ্র | ৫ | **-** | **৫** | **১০০.0** |
| **মোট :** | **১১০** | **১৫** | **৯৫** | **৯৫.৪** |

**উপকারভোগী ছাত্র ও ছাত্রী**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (৮টি) | 455 | 382 | 73 | 16.0 |
| টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট (১০টি) | 431 | 382 | 49 | 11.৪ |
| টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট (৪১টি) | 5,018 | 4,007 | 1,011 | 20.২ |
| **মোট :** | **5,904** | **4,771** | **1,133** | **19.২** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| বস্ত্র, রেশম ও পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও বিপণন | নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে রোগমুক্ত রেশম কীট ও তুঁত চারা বিতরণের মাধ্যমে রেশম চাষে নারীদের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র তৈরি হয়। বস্ত্র ও পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণে নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলা করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। |
| শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ পুরুষদের পাশাপাশি দক্ষ মহিলা জনবল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁত খাতেও দক্ষ মহিলা জনবল তৈরিতে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া রেশম খাতে দক্ষ মহিলা জনবল উন্নয়নে রেশমচাষিকে রেশমবিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পাটখাতে পাটচাষিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। |
| প্রযুক্তিগত ও উদ্ভাবনমূলক গবেষণা জোরদারকরণ | তাঁত খাতে বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক**  **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | রেশম শিল্পের প্রবৃদ্ধি |  |  |  |  |
|  | ক. সুতা উৎপাদন | % |  | ২৫.0 |  |
|  | খ. রেশম বস্ত্র উৎপাদন |  | ২৪.০ |  |
| 2. | দ দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি |  | ৯৬.৯ |  |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে 2৩ জন নারী কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাঁত শুমারি-২০১৮ অনুসারে দেশে মোট তাঁতির মধ্যে মহিলা তাঁতি প্রায় ৫৬ শতাংশ। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন ও প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬০০ জন মণিপুরী নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড কর্তৃক 20২১-২২ অর্থবছরে রেশম চাষবিষয়ক ৬৪৫ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ‘আমার বাড়ী আমার খামার’ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী সদস্যদেরকে রেশম চাষে সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪১টি জেলার ৯৯টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে নারী জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ এ কাজে সম্পৃক্ত হতে পারছে। এছাড়া পাটের বহুমুখীকরণে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)-এর নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান অন্যতম। এ পর্যন্ত জেডিপিসি পাটপণ্য বহুমুখীকরণ খাতে ৮৮৫ জন উদ্যোক্তা তৈরি করেছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৩৯০ জন অর্থাৎ ৪৪.০৭ শতাংশ নারী। এ সকল উদ্যোক্তা ২৮২ প্রকারের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করছেন। বর্তমানে বহুমুখী পাটপণ্য বিশ্বের প্রায় ১৩৫টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* তাঁত শিল্পে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের যথাসময়ে উপযুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তিতে বাধা;
* উৎপাদিত বস্ত্র ও পাট পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার অভাব;
* উন্নত জাতের তুঁত চারা উৎপাদন ও বিতরণ, রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ এবং উন্নতমানের রেশম গুটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করা;
* বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব; এবং
* প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা সার্ভিসের স্বল্পতা।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* পাটপণ্যের বহুমুখীকরণের সাথে মূলত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কাজ করে থাকে, যার অধিকাংশ কারিগরি কাজ করে থাকে নারীরা। পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ খাতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করা;
* গ্রামীণ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাদির সমাধান করে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং কাঁচামাল প্রাপ্তি ও উৎপাদিত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁত বোর্ডের কর্মকাণ্ড আরও জোরদারকরণ এবং মহিলাদের ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা;
* বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে রেশম শিল্প সংশ্লিষ্ট কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং
* পিপিপি বা নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে বস্ত্র ও পাটকল চালু করার মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।